বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯ (ডিভোর্স অ্যাক্ট, ১৮৬৯) (সংশোধন ঃ ২০০৩)

ইংল্যান্ডের বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনের ধাঁচে গঠিত এই আইন প্রধানত ভারতীয় বা ভারতে বসবাসকারী ক্রিশ্চানদের কাজে লাগবে। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে অন্তত ঃ একজন ক্রিশ্চান না হলে এ আইনের সুযোগ পাবেন না।

- এই আইনের ভিত্তিতে সব ধরণের মামলা সম্পূর্ণ হাই কোর্টের এক্তিয়ারে পড়বে। প্রয়োজন বুঝে হাইকোর্ট জেলা জজের আদালত থেকে সরিয়ে এনে সরাসরি মামলার ভার নিতে পারেন, অথবা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা বদলি করে দিতে পারেন।

বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাব্য কারণ

- এই আইনের শেষ সংশোধন, ২০০৩ এর আগে বা পরে অনুষ্ঠিত কোন বিয়ে যদি ভাঙার দরকার হয়, স্বামী বা স্ত্রী জেলা আদালতে লিখিত আবেদন করবেন।
- বিচ্ছেদ চাইবার কারণ অনেক হতে পারে। যেমন -

ক) অপর পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ব্যভিচারে লিপ্ত।

খ) ক্রিশ্চান ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

গ) আবেদনের আগে অন্ততঃ দুবছর ধরে চিকিৎসার অসাধ্য মাথার গন্ডগোলে ভুগছে।

ঘ) দুরারোগ্য / নিরাময়অযোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত অন্ততঃ দুবছর ধরে।

ঙ) কোন ছোঁয়াচে ধরণের যৌন রোগে ধরেছে আবেদন করার অন্ততঃ দুবছর আগে ।

চ) সাত বছর বা তার বেশিদিন হলো সম্পূর্ণ নিখোঁজ।

ছ) ইচ্ছা করে যৌন মিলন এড়িয়ে গেছে যাতে বিয়ে সিদ্ধ না হয়।

জ) এর আগে দাম্পত্য অধিকার স্থাপন করার ডিক্রি পাওয়া সত্ত্বেও দু'বছর বা তার বেশি সময় তা মানে নি।

ঝ) আবেদন করার অন্ততঃ দুবছর আগে স্বামী/স্ত্রী কে ফেলে পালিয়েছে।

ঞ) এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে যে এক সঙ্গে বসবাস করলে স্বামী/স্ত্রীর বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

- কোন স্ত্রীর অভিযোগ এও হতে পারে যে বিয়ের পর তার স্বামী ধর্ষণ, সমকামী অথবা অন্য ধরণের পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে অভিযুক্ত।

ব্যভিচারের সহ-দোষীর পরিচয় দাখিল

- ব্যভিচারের অভিযোগে বিচ্ছেদের আবেদনের সঙ্গে নামধাম উল্লেখ করে ব্যভিচারের সঙ্গীকেও অভিযুক্ত করতে হবে, যদি না আদালত বিশেষ কারণে রেহাই দেন, যথা-

ক) স্ত্রীর বিপক্ষে বলা হয় যে তিনি যৌন কর্মীর পেশা গ্রহণ করেছেন।

খ) স্বামীর বিপক্ষে বলা হয় যে তিনি ভ্রষ্টাচারী।

- আদালত খতিয়ে দেখবেন যে উভয় পক্ষের যোগসাজশে মিথ্যা ঘটনা সাজানো হয়েছে কিনা। তা যদি হয়, আবেদন অবশ্যই নাকচ হয়ে যাবে। পাল্টা অভিযোগ থাকলে তাও যাচাই হবে।

দ্রঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে যে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল তা প্রমাণ হবে না যদি না স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় সহবাস হয়ে থাকে।

- অন্ততঃ দু'বছর আলাদা বসবাস করার পরে স্বামী-স্ত্রী যৌথ সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে।

বিচ্ছেদের, অস্থায়ী শর্তাধীন ডিক্রি

প্রথম ডিক্রি সব সময়েই অস্থায়ী হবে। ছ'মাসের আগে পাকা ডিক্রি পাওয়া যায় না, কেননা ইতিমধ্যে যে কেউ এগিয়ে এসে পাল্টা যুক্তি দিতে পারেন বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে.; প্রমাণ করতে পারেন যে আসলে যোগসাজশ ছিল, বা কোন অজানা তথ্য হাজির করতে পারেন যাতে বোঝা যায় যে বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দেওয়াই শ্রেয়।

পুনরায় তদন্ত ও শুনানির জন্য যা বাড়তি খরচ হবে, তা কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দুপক্ষকে বা তাদের একজনকে বহন করতে হবে। স্ত্রীর যদি যথেষ্ট টাকা থাকে, তাঁকেও দিতে বলতে পারেন।

বিবাহ বাতিল

- জেলা আদালতে লিখিত আবেদন করে স্বামী অথবা স্ত্রী তার বিয়ে বাতিল করার কারণ দেখাতে পারেন।
- বাতিল করার চারটি কারণ -

১। বিয়ের সময় থেকেই অপর পক্ষ যৌন সঙ্গমে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন ও আবেদনের দিন পর্যন্ত সেই অবস্থায় আছেন।

২। দুপক্ষের যে কেউ বিয়ের সময় উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি ছিলেন।

৩। দুপক্ষের নিষিদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

৪। বিয়ের সময় আগের পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত ছিলেন বিয়ের সময়েও তাদের আইনি বিচ্ছেদ হয়নি।

৫। বিয়ের আগে যদি কোনও মহিলার জরায়ু অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে এবং তিনি সন্তানধারণে অক্ষম হন এবং এই সত্য গোপন করে বিয়ে হয়ে থাকে তবে ঠকিয়ে বিয়ে করার অভিযোগে বিয়ে বাতিল হতে পারে।

- বিয়ে বাতিল হলেও সন্তানদের বৈধতা অটুট থাকবে এবং মা-বাবার সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে।

আইনি পৃথকীকরণ

- সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের ডিক্রি দেওয়া বারণ। তবে দু বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য স্বামী বা স্ত্রী আলাদা বসবাসের অনুমতি পেতে পারেন অপর পক্ষের ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যাগ করার কারণে। এই আলাদা হওয়া বিচ্ছেদের মতই দাঁড়াবে।
- আলাদা হবার পর অবিবাহিতা নারী হিসেবে ডিক্রির পর থেকে যে সম্পত্তি নিজের চেষ্টায় বা ওয়ারিশ হিসেবে ওই মহিলা পাবেন সেগুলির উপর তাঁর একছত্র অধিকার থাকবে, ধরে নেওয়া হবে তিনি অবিবাহিত। তাঁর ইচ্ছেমতো বিক্রি বা দান করতে পারবেন। যদি উইল না করে তিনি মারা যান, তাঁর সম্পত্তির বন্টন ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হবে যে তাঁর স্বামী মৃত।

  যদি ভবিষ্যতে আবার স্বামী-স্ত্রী একত্র বসবাস করেন, স্ত্রীর সম্পত্তি তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য থাকবে- যদি না নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে অন্য কোন বোঝাপড়া হয়ে থাকে।
- পৃথকীকরণের ডিক্রি পাবার পর আইনের চোখে অবিবাহিতা হবার দরুণ তিনি কোন চুক্তির দায়িত্ব একাই নেবেন। যতদিন ডিক্রি বলবৎ থাকবে তাঁর কোন অপরাধের দায়িত্ব, বা সেই সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার খরচের ভার স্বামীর উপর পড়বে না।
- পরিত্যক্তা স্ত্রী কোর্টের সহায়তা চাইতে পারেন যাতে তাঁর সম্পত্তি নিরাপদ থাকে - স্বামী বা তার পাওনাদার এসে কোনো দাবি করতে না পারে।
- কোর্টের হুকুম থাকা সত্ত্বেও যদি স্বামী জোর করে স্ত্রীর সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়, বা ফেরত না দেয়, তাহলে আবার অভিযোগ জানিয়ে মামলা করলে সে সব সম্পত্তি উদ্ধার করার হুকুম পাবেন এবং তার সঙ্গে সম্পত্তির মূল্যের ডবল টাকা স্বামীকে জরিমানা হিসেবে দিতে হবে।
- নিরাপত্তার হুকুম যতদিন থাকবে ততদিন আইনের চোখে পরিত্যক্তা স্ত্রী 'অবিবাহিতার' স্বীকৃতি পাবেন।

দাম্পত্যের অধিকার পুনঃস্থাপন

যদি তুচ্ছ কারণে স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে ছেড়ে চলে গিয়ে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে আদালত তার সত্যাসত্য যাচাই করে দাম্পত্যের অধিকার কায়েম করার জন্য ডিক্রি দিতে পারেন।

আর্থিক প্রতিকার/খোরপোষ বা অ্যালিমনি

স্বামী বা স্ত্রী যেই মামলা করে থাকুন না কেন, বা স্ত্রী যদি পরিত্যক্তা হিসেবে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েও থাকেন, তবুও তিনি মামলা চালানোর খরচ ও দিনযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের টাকা অন্তর্বর্তী ত্রাণ হিসেবে পেতে পারেন এই বিশেষ আবেদন দুমাসের মধ্যে মঞ্জুর করা বিধেয়।

স্থায়ী ত্রাণ বা পার্মানেন্ট অ্যালিমনি

- বিচ্ছেদ অথবা আলাদা থাকার ডিক্রির মধ্যেই হুকুম থাকতে পারে যে এক সঙ্গে থোক টাকা বা স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে বাৎসরিক ভাতা দিতে হবে। এই টাকার অঙ্ক দুপক্ষের সঙ্গতি অনুযায়ী ঠিক করা হবে।
- সাপ্তাহিক বা মাসিক ভাতার ব্যবস্থাও সম্ভব; আবার স্বচ্ছল অবস্থা ফিরলে টাকা বেশীও দেবার হুকুম হতে পারে।
- এই ভাতা স্ত্রীকে অথবা আদালত অনুমোদিত কোন ট্রাষ্টির হাতে দেওয়ার জন্য কোর্ট আদেশ দিতে পারেন।

সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ

আইনি আলাদা হবার মামলা চলাকালীন মধ্যবর্তী হুকুম দিয়ে দুই পক্ষের নাবালক সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ শিক্ষার খরচের জন্য কোর্ট ব্যবস্থা করতে পারেন। দরকার বুঝে কোর্টের হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই সব নির্দেশ ডিক্রির মধ্যেই বলা থাকবে। যদি বদল করার প্রয়োজন হয়, ডিক্রি বেরোবার পরেও নতুন করে আবেদন করে বদলানো যাবে।

- উন্মাদ/জড়বুদ্ধি স্বামী বা স্ত্রীর হয়ে কোন কমিটি বা তার দেখভালের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি মামলায় দাঁড়াতে পারে।
- নাবালকের হয়ে তার নিকট বন্ধু মামলা করতে পারেন যদি মুচলেকা দিয়ে খরচ বহন করতে রাজী থাকেন।
- এই আইনের আওতায় যে কোন মামলার ক্ষেত্রে শুনানির সময়ে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে এবং পুরোটা বা অংশ বিশেষে বন্ধ দরজার আড়ালে চলতে পারে - গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে।

পুনর্বিবাহ

বিচ্ছেদ বা বাতিলের ডিক্রি জারী হবার পর তার বিরুদ্ধে আপিল করার সময় দেওয়া থাকে। আপিল যদি অগ্রাহ্য হয়, বা সময় যদি পেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুপক্ষই আবার বিয়ে করতে পারবে - তাতে আইনি কোনো বাধা নেই।

জেনে রাখা দরকার

এই বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের আওতায় ''ডিভোর্স'' করতে গেলে একজন উকিলের সাহায্যে সরাসরি হাইকোর্টে মামলা করতে হবে।